প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

গ্রামে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে: মুহিত

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারকে অগ্রণী উদ্যোগ নিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক | *তারিখ:* ২৬-১০-২০১১

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারকেই অগ্রণী উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার অতিদারিদ্র্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ এ কথা বলেন।
দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে মেলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার, ইউকেএইড, বেসরকারি কর্মসূচি 'সিড়ি', ব্র্যাক ও ব্রিটিশ কাউন্সিল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান, ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট নিকসন, এলজিইআরডি সচিব মিহির কান্তি মজুমদার ও ব্র্যাকের পরিচালক শীপা হাফিজা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারকেই অগ্রণী উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ সমন্বয় করাসহ তাদের ধ্যান-ধারণা কাজে লাগাতে হবে।

মুহিত আরও বলেন, 'আমরা যদি দারিদ্র্যকে আক্রমণ করতে পারি, তবে বাধ্য হয়ে অতি দারিদ্র্য আক্রান্ত হবে। আমরা এতদিন যে অস্ত্র আবিষ্কার করেছি তা কাজে লাগাতে হবে।' তিনি মনে করেন, বিনিয়োগ গ্রামে নিয়ে যাওয়া, মানব উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানই হলো দারিদ্র্য বিমোচনের অস্ত্র। এই অস্ত্রগুলোর ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকার ভর্তুকি দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে। বিদ্যুৎ, কৃষি ও খাদ্যে সরকার ভর্তুকি দিয়ে থাকে। এটা দরিদ্রদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ১৫ টাকার জিনিস ১০ টাকায় কিনতে পারে। এতে দরিদ্ররা উপকৃত হয়।
ফজলে হাসান আবেদ বলেন, সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না থাকলে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। তাঁর মতে, দেশের ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ অতি দরিদ্র। আবার ১০ শতাংশ মানুষ রয়েছে, যাদের পরিবারের শিশুদের খাওয়াতে গিয়ে অন্য সদস্যরা ক্ষুধার্ত থাকে। আর এ ধরনের মানুষের চার শতাংশের কোনো কাজের সুযোগ নেই। তাদের জন্য সামাজিক সহায়তা দরকার।
ফজলে হাসান আবেদ জানান, দক্ষিণ এশিয়ার ৪৮ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। আর সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলোয় এই হার ২৮ শতাংশ। এর অন্যতম কারণ দক্ষিণ এশিয়ার মায়েরা তাঁদের শিশুদের মাটিতে রেখে কাজ করেন। আর আফ্রিকান মায়েরা শিশুদের শরীরের পেছনের অংশ বেঁধে কাজ করেন। এতে শিশুদের দেহে বিভিন্ন রোগ সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম।
আতিউর রহমান বলেন, সরকারের একার পক্ষে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি খাতকের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
এদিকে অনুষ্ঠানে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন, মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থার এমন ৩২ জনকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। এ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের আওতায় এসে দারিদ্র্য দূর করেছেন, এমন কয়েকজন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়।

প্রথম আলো

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬
ই-মেইল :info@prothom-alo.com